بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সাঃ) এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবী রিজওয়ানুল্লাহে আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয় গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক
মসজিদ বাইতুল ফুতুহ (ইউ.কে.) লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৯ জুলাই ২০১৯ এর খোতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন:

আজও বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করা হবে। প্রথমেই আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আমের বিন সালামা (রাঃ)। বালী গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। এ কারণেই তাকে আমের বিন সালামা বালভীও বলা হয়। হযরত আমের আনসারদের মিত্র ছিলেন। হযরত আমের বিন সালামা বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা। তার সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনু আদী গোত্রের সাথে, যা হযরত উমর বিন খাত্তাবের গোত্র ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকার পঞ্চম পূর্বপুরুষে রেহা নামক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমরের সঙ্গে আর দশম পুরুষে কা'ব নামক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সাঃ)-এর সাথে বংশবৃক্ষ মিলিত হয়।

আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা তার ভাই আমরের সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন আর তারা উভয়ে হযরত রিফা' বিন আব্দুল মুনযের এর ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা (রাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)'র খিলাফতকালে ৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'তাসাহ্হারু ওয়া লাও বিল মায়ে' অর্থাৎ, সেহ্রী খাও, পানি দিয়ে হলেও। অর্থাৎ সেহ্রী খাওয়া আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মালেক বিন আবু খওলী (রাঃ)। হযরত মালেক বিন আবু খওলীর সম্পর্ক ছিল বনু ইজল গোত্রের সাথে, যারা কুরাইশদের বনু আদী বিন কা'ব গোত্রের মিত্র ছিল। বদরের যুদ্ধে হযরত খওলী তার দুই ভাই হযরত হেলাল অর্থাৎ হযরত মালেক এবং হযরত আব্দুল্লাহ্র সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রাঃ)'র খিলাফতকালে হযরত মালেক বিন আবু খওলী (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)। তার সম্পর্ক ছিল বনু তামীম গোত্রের সাথে। হযরত আবু বকর (রাঃ)'র তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে যেসব ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ ইতিহাস ও জীবনী-গ্রন্থে পাওয়া যায় তাদের মাঝে হযরত ওয়াকেদ (রাঃ)ও অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সাঃ)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই হযরত ওয়াকেদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, দ্বারে আরকাম সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। মহানবী (সাঃ)-এর মনে যখন এই ধারণার উদয় হয় যে, মক্কায় একটি তবলীগি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যেখানে মুসলমানরা সমবেত হবে, নামায ইত্যাদির জন্য আসবে আর কোন বাধা বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে নিশ্চিন্তে নিজেদের তরবীয়তি বিষয়াদির ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ)-এর কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করবে; অনুরূপভাবে সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে ইসলামের তবলীগও করা যাবে। কাজেই এই উদ্দেশ্যে একটি ঘরের প্রয়োজন ছিল যা কেন্দ্রে মর্যাদা বা ভূমিকা রাখবে। অতএব মহানবী (সাঃ) একজন নবাগত মুসলমান আরকাম বিন আবি আরকাম এর ঘর পছন্দ করেন, যা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। এরপর মুসলমানরা এখানেই সমবেত হতো, এখানেই নামায পড়তো। আর যারা সত্যের সন্ধানে ছিল তারা যখন মহানবী (সাঃ)-এর কাছে আসতো তখন তিনি তাদ্ধরকে এখানেই ইসলামের তবলীগ করতেন। এ কারণেই এই ঘরটি ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে আর দ্বারুল ইসলাম নামেও সুপরিচিত। মহানবী (সাঃ) প্রায় তিন বছর পর্যন্ত দ্বারে আরকামে কাজ করেছেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, 'দ্বারে আরকামে' ইসলাম গ্রহণকারী সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত উমর (রাঃ), যার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলমানরা অনেক শক্তি লাভ করে আর তারা দ্বারে আরকাম থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে তবলীগ করা আরম্ভ করেন। হযরত উমর (রাঃ) যখন মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন হযরত উমরের পরিবারের অন্যান্য সদস্য ছাড়া হযরত ওয়াকেদও তাদের সাথে ছিলেন। হযরত ওয়াকেদ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার সময় হযরত রিফা' বিন আব্দুল মুনযের এর ঘরে অবস্থান করেন। হযরত উমর (রাঃ)'র খিলাফতকালের প্রথমদ্ধকে হযরত ওয়াকেদ (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত নসর বিন হারেস (রাঃ)। হযরত নসর বিন হারেস আনসারদের অওস গোত্রের বনু আব্দ বিন রায্যাক এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার পিতার নাম হারেস বিন আব্দ এবং মায়ের নাম সওদাহ্ বিনতে সওয়াদ ছিল। তার পিতা হারেস (রাঃ)'ও মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। হযরত নসর কাদসিয়ার যুদ্ধে শহীদ হন। কাদসিয়া ইরান অর্থাৎ বর্তমান ইরাকের একটি স্থান, যা কুফা থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আর চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর ফারুক (রাঃ)'র খিলাফতকালে মুসলমান আর ইরানীদের মাঝে কাদসিয়া নামক স্থানে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে ইরানী সামাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়েছিল।

এখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মালেক বিন আমর। তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু সুলায়েম গোত্রের বনু হাজর বংশের সাথে আর তিনি বনু আবদে শামস এর মিত্র ছিল। তার পিতার নাম ছিল উমায়ের বিন সুমায়েদ। হযরত মালেক নিজের দুই ভাই হযরত সাক্ফ বিন আমর এবং হযরত মুদলাজ বিন আমর-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মালেক উহুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সহযোদ্ধা ছিলেন আর ১২ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত নোমান বিন আসর। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের বালী গোত্রের সাথে। হযরত নোমান বিন আসর আকাবার বয়আত, বদরের যুদ্ধ এবং একইভাবে অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা। তার সম্পর্ক ছিল অউস গোত্রের শাখা বনি আমর বিন অউফ এর সাথে। হযরত উয়ায়েম আকাবার প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যে উদ্বৃতি রয়েছে সে অনুযায়ী আকাবার প্রথম বয়আতের পূর্বে মদিনার আনসারদের একটি দল মহানবী (সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল। তাদের মাঝে হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সাঃ) কে বলতে শুনেছেন, উয়ায়েম বিন সায়েদা আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের মাঝ থেকে কতই না উত্তম বান্দা! আর তিনি জান্নাতের অধিবাসীদের একজন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে আয়াত

فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ

(সূরা তওবা: ১০৮)

যখন অবতীর্ণ হয় তখন মহানবী (সাঃ) বলেন, উয়ায়েম বিন সায়েদা, যিনি কতই না উত্তম বান্দা, তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সাঃ) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। আসেম বিন সুয়ায়েদ বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার কন্যা উবায়দাকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব যখন হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার সমাধিস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি বলেন, পৃথিবীতে কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, সে এ কবরে সমাহিত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। মহানবী (সাঃ)-এর জন্য যে পাতাকাই গাঁড়া হয়েছে উয়ায়েম তার ছায়াতলে থাকতেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, অজ্ঞতার যুগে হারেসের পিতা সুয়ায়েদ হযরত মুজাযযেরের পিতা যিয়াদকে হত্যা করে। এরপর একদিন নিহত ব্যক্তির পুত্র হযরত মুজাযযের সুয়ায়েদকে পরাস্ত করেন এবং তিনি তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেন। এরপর মহানবী (সাঃ) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন নিহত উভয় ব্যাক্তির পুত্র অর্থাৎ হারেস বিন সুয়ায়েদ এবং হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদ মুসলমান হয়ে যান অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পরও হারেস বিন সুয়ায়েদ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত মুজাযযেরকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে থাকত। কিন্তু সে সেই সুযোগ পায় নি। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা যখন পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন হারেস বিন সুয়ায়েদ পেছন থেকে হযরত মুজাযযেরের ঘাঁড়ে আঘাত করে তাকে শহীদ করে। এরপর হযরত উআয়মার বিন সায়েদা মহানবী (সাঃ) এর নির্দেশে হারেস বিন সুয়ায়েদকে হত্যা করেন। হযরত উয়ায়েম মহানবী (সাঃ) এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত নোমান বিন সিনান। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু নোমান বংশের সাথে। হযরত নোমান বিন সিনান বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন সুলায়েমের মুক্ত দাস হযরত আনতারা। হযরত আনতারা হযরত সুলায়েম বিন আমরের মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ

করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এক উক্তি অনুসারে, সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ৩৭ হিজরী সনে হযরত আনতারা মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত নো'মান বিন আবদে আমর। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু দিনার বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদালাভ করেছেন। হযরত নো'মান এবং হযরত যাহাকের তৃতীয় এক ভাইও ছিলেন, যার নাম ছিল কুতবা, তিনিও মহানবী (সাঃ)-এর সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন। বি'রে মঊনার ঘটনায় হযরত কুতবা শাহাদত বরণ করেন। মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সাঃ) বনু দিনারের এক মহিলার পাশ দিয়ে যান, যার স্বামী, ভাই এবং পিতা মহানবী (সাঃ)-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আর তারা সবাই শাহাদত বরণ করেছিলেন। এই মহিলাকে যখন তাদের মৃত্যুর জন্য সমবেদনা জানানো হয় তখন সেই মহিলা জিজ্ঞেস করেন যে, মহানবী (সাঃ) কেমন আছেন? মানুষ উত্তরে বলে, হে অমুকের মা! তিনি ভালো আছেন, আর আলহামদুলিল্লাহ্ তেমনই আছেন যেমনটা আপনি আকাঙ্ক্ষা করেন। উত্তরে সেই মহিলা বলেন, আমাকে দেখাও, আমি তাঁকে দেখতে চাই। তখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর দিকে ইশারা করে সেই মহিলাকে দেখানো হয়। সেই মহিলা মহানবী (সাঃ) কে দেখে বলে, তিনি ভাল থাকলে বাকী সকল সমস্যা তুচ্ছ।

অপর এক বর্ণনায় সেই মহিলার পুত্রেরও শহীদ হবার উল্লেখ পাওয়া যায়। এক বর্ণনা অনুসারে এই মহিলার নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস যিনি নো'মান বিন আবদে আমর-এর মা ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রাঃ) একস্থানে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, বেশ কয়েকবার আমি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছি। এই উদাহরণ আমি নিজেও এখানে কয়েকবার উপস্থাপন করেছি, যা সকল বৈঠকেই শোনানোর যোগ্য এবং স্মরণ রাখার যোগ্য। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) আরও বলেন, এটি এত চমৎকার এক দৃষ্টান্ত,পৃথিবীর ইতিহাস এর কোন উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারবে না। আর (তোমরাই) বলো! এমন লোকদের সম্পর্কে যদি এটি বলা না হতো যে, **"মিনহুম মান কাযা নাহবাহু"** তাহলে পৃথিবীতে আর কোন জাতি ছিল যাদের সম্পর্কে এই বাক্য বলা যেতে পারে? তিনি (রাঃ) বলেন, আমি এই মহিলার ঘটনা পড়ার সময় তার জন্য আমার হৃদয় সম্মান ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর আমার মন চায় আমি এই পবিত্র মহিলার আঁচল ছুঁয়ে তারপর আমার হাত আমার চোখে বুলাই, কেননা তিনি আমার প্রেমাস্পদের জন্য স্বীয় ভালোবাসার এক অতুলনীয় স্মৃতি রেখে গেছেন।

তিনি (রাঃ) বলেন, মহানবী (সাঃ) স্বীয় সাহাবীদের হৃদয়ে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর বিপরীতে অন্য কোন কিছু নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথাই ছিল না। কিন্তু এই ভালোবাসা কেবল এজন্য ছিল যে, তিনি আল্লাহ্‌তা'লার প্রিয়। অতঃপর তিনি বলেন, তারা মূলত আল্লাহ্‌তা'লার প্রেমিক ছিলেন আর যেহেতু আল্লাহ্‌তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কে ভালোবাসতেন তাই তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে ভালোবাসতেন। এরপর তিনি সেই মহিলার এই ঘটনাও বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই ভালোবাসাই ছিল যা আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী (সাঃ)-এর জন্য তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্‌তা'লাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন আর এই তৌহীদ তথা একত্ববাদই তাদেরকে পৃথিবী'র সর্বত্র বিজয়ী করেছে। আল্লাহ্‌তা'লার বিপরীতে তারা পিতামাতারও পরোয়া করতেন না আর ভাই-বোনেদেরও না আর স্ত্রী'দেরও না এবং স্বামীদেরও না। তাদের সম্মুখে একটিই জিনিস ছিল আর তা হলো, তাদের খোদা যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। একারণেই আল্লাহ্‌তা'লা তাদের জন্য **'রাজিআল্লাহু আনহুম'** বলেছেন। তাদের সম্মুখে যদি মহানবী (সাঃ)-এর নাম নেয়া হয় তখন তাদের হৃদয়ে ভালোবাসার তন্ত্রীগুলো আন্দোলিত হতে থাকে। মহানবী (সাঃ)-এর প্রিয়জনদের কথা বললেও তা স্পন্দিত হয়। শিয়া-সুন্নী সবাই মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সন্তানদের কথা আসলে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার স্মরণে মুসলমানদের হৃদয়-তন্ত্রীগুলো স্পন্দিত হয় না অথচ মহানবী (সাঃ)-এর ন্যায় নেয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ্‌তা'লাই দান করেছেন। তাই আল্লাহ্‌তা'লার ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র নাম আসলেইএমন এক উত্তেজনা আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া উচিত কেননা প্রকৃত উন্নতি আল্লাহ্‌তা'লার ভালোবাসার মাধ্যমেই অর্জিত হবে, তৌহিদ তথা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেই অর্জিত হবে। অতএব এটি হলো সেই মৌলিক নীতি যা আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা এবং তার সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

এখন আমি কতক মরহুমের উল্লেখ করব আর নামাযের পর তাঁদের জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে করাচি জামা'তের আমীর মুকাররম মওদূদ আহমদ খান সাহেবের। যিনি মুকাররম নবাব মাস'ঊদ আহমদ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ১৪ জুলাই তারিখে ৭৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন,

ইন্নালিল্লাহেওয়া-ইন্নাএলাইহে রাজেউন। ১৯৪১ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে তিনি কাদিয়ানে মুকাররম মাস'ঊদ আহমদ খান সাহেব এবং সাহেবযাদী তাইয়্যেবা সিদ্দীকা সাহেবার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা এবং হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্র এবং হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন।

তার স্ত্রী ছাড়াও তিনি দু'জন সন্তান রেখে গেছেন, একজন পুত্র, অপরজন কন্যা। মওদূদ সাহেব খুবই সাদাসিধে প্রকৃতির, সৎ চরিত্রের অধিকারী, সহানুভূতিশীল, বিনয়ী এবং স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন। তার পুত্র বলেন, আমাকে, আমার বোনকে এবং আমাদের অন্যান্য শিশু-কিশোরদেরও তিনি উপদেশ দিতেন যে, সপ্তাহে একবার অবশ্যই যুগ-খলীফাকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে চিঠি লিখে ফ্যাক্স করতে হবে এবং এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে হবে। তার স্ত্রী বলেন, তার একটি বিশেষ গুণ হলো চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন।

তার কন্যা বলেন, শৈশব থেকেই আব্বা আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌তা'লার সত্তায় বিশ্বাস, খেলাফতের প্রতি নিষ্ঠা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যুগ খলীফার প্রতি আনুত্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর এতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আমাদেরকে নসীহতও করতেন।

হুজুর (আইঃ) বলেন, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) যখন আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন তখনও তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তিনি সকল অর্থে আমার সাথে বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তান-সন্ততিদেরকেও তাঁর পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো খলীফা আব্দুল আযীয সাহেবের, যিনি কানাডা জামাতের নায়েব আমীর ছিলেন। তিনি গত ৯ জুলাই তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্নালিল্লাহেওয়া-ইন্নাএলাইহে রাজেউন।** অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, সর্বজনপ্রিয়, সদা হাস্যোজ্জল, বিচক্ষণ,সঠিক মতামত দানকারী, ন্যায়-নিষ্ঠাপরায়ণ এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। স্বাস্থ্য দূর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দৃঢ় মনমানসিকতা নিয়ে পালন করেছেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আমার পক্ষ থেকে যে নির্দেশনাই প্রদান করা হতো সর্বদা তা যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসী (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথেও ক্ষমা এবং অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন আর তার উত্তরসূরীদেরকেও ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন অধিকন্তু তার পুণ্য কাজগুলিকে চলমান রাখার তৌফীক দান করুন।

BOOK POST
PRINTED MATTER

To

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
19 July 2019

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

From : Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B